لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ

অর্থসহ নামায শিক্ষা

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ
৪ বকশিবাজার রোড, ঢাকা ১২১১

তকবীরে তাহরীমা

আল্লাহু আকবার।

অর্থ: আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ।

ছানা

সুব্‌হানাকা আল্লাহুম্মা ওয়াবিহামদিকা ওয়াতাবা-রাকাস্‌মুকা ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গায়রুকা।

অর্থ: হে আল্লাহ্! পবিত্রতা তোমারই এবং প্রশংসা তোমারই, পরম মঙ্গলময় তোমার নাম! অতি উচ্চ তোমার মর্যাদা। এবং তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই।

তা'আব্বুয

আ'উযু বিল্লাহি মিনাশ্ শায়ত্বানির্ রাজীম।

অর্থ: আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

তাস্‌মিয়া

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম।

অর্থ: আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি), যিনি পরম

করুণাময় অযাচিত-অসীম দানকারী, বার বার কৃপাকারী।

সূরা আল্ ফাতিহা

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম। আল্‌হামদুলিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন। আররাহ্‌মানির রাহীম। মালিকি ইয়াওমিদ্দীন। ইয়্যাকানা'বুদু ওয়া ইয়্যাকানাস্‌তাঈন। ইহদিনাস্‌সিরাত্বাল্ মুস্তাক্বীম। সিরাত্বাল্লাযীনা আন'আমতা 'আলায়হিম-গায়রিল মাগ্‌দূবি 'আলায়হিম ওয়ালাদ দোয়াল্লীন [আমীন]।

অর্থ: (১) আল্লাহ্‌র নামে যিনি পরম করুণাময় অযাচিত-অসীম দানকারী, বার বার কৃপাকারী, (২) সব প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি জগৎসমূহের প্রভু-প্রতিপালক, (৩) পরম করুণাময় অযাচিত-অসীম দানকারী, বার বার কৃপাকারী, (৪) বিচার দিবসের মালিক, (৫) আমরা তোমারই 'ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি, (৬) তুমি আমাদেরকে সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করো, (৭) তাদের পথে, যাদেরকে তুমি পুরস্কার দিয়েছ, যারা ক্রোধগ্রস্ত হয়নি, এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়নি।

[প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর কোন সূরা বা কুরআন শরীফের কোন অংশ পাঠ করতে হয়। তবে ফরজ নামাযে প্রথম দুই রাকাতের পর কেবল মাত্র সূরা ফাতেহা পাঠ করতে হয়]

সূরা আল্ ইখলাস

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম। কুল্‌হু আল্লাহু আহাদ। আল্লাহুস্ সামাদ। লাম্ ইয়ালিদ্ ওয়ালাম্ ইউলাদ। ওয়ালাম্ ইয়াকুল্লাহু কুফুও্‌ওয়ান আহাদ।

অর্থ: (১) আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময় অযাচিত অসীম দানকারী, বার বার কৃপাকারী। (২) তুমি বলো, 'তিনিই আল্লাহ্ এক-অদ্বিতীয়। (৩) আল্লাহ্ স্বয়ং সম্পূর্ণ সর্ব-নির্ভরস্থল। (৪) তিনি কাউকেও জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয় নি। (৫) এবং তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।'

সূরা আল্ ফালাক্

বিস্‌মিল্লাহির্ রাহমানির্ রাহীম। কুল আ'উযু বিরাব্বিল ফালাক্ব-মিন শার্‌রি মা খালাক্ব- ওয়া

মিন্ শার্‌রি গাসিকিন্ ইযা ওয়াকাব্-ওয়া মিন্ শাররিন্ নাফ্‌ফাসাতে ফিল'উক্বাদ-ওয়া মিন্ শার্‌রি হাসিদিন ইযা হাসাদ।

অর্থ: (১) আল্লাহ্‌র নামে যিনি পরম করুণাময় অযাচিত- অসীম দানকারী, বারবার কৃপাকারী। (২) তুমি বলো, "আমি আশ্রয় চাই এক সৃষ্টিকে বিদীর্ণ করে আরেক সৃষ্টির উন্মেষকারী প্রভুর কাছে। (৩) তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, এর অনিষ্ট থেকে, (৪)। এবং অন্ধকার বিস্তারকারীর অনিষ্ট হতে, যখন সে ঢেকে ফেলে। (৫) এবং সম্পর্ক-বন্ধনে (বিচ্ছেদ সৃষ্টির জন্য) ফুৎকারকারিণীদের অনিষ্ট থেকে। (৬) এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।

সূরা আন্ নাস

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। কুলআ'উযু বিরাব্বিন্নাস মালকিন্নাস ইলাহিন্নাস মিন্ শার্‌রিল ওয়াস ওয়াসিল খান্নাসিললাযী ইউওয়াসবিসু ফী সুদুরিন্নাস মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্নাস্।

অর্থ: ১. আল্লাহর নামে , যিনি পরম করুণাময়

অযাচিত- অসীম দানকারী, বারবার কৃপাকারী, ২. তুমি বলো, "আমি মানুষের প্রভু-প্রতিপালকের নিকট আশ্রয় চাই, ৩. যিনি মানুষের অধিপতি (এর নিকট)। ৪. মানুষের উপাস্য (এর নিকট) ৫. কু-প্ররোচনা সৃষ্টিকারীর অনিষ্ট থেকে, যে কু-প্ররোচনা দিয়ে সটকে পড়ে ৬. যে মানুষের অন্তরে কুপ্ররোচনা দেয়, ৭. সে জিন্নের [অর্থাৎ উঁচু শ্রেণীর মানুষের] অন্তর্ভুক্তই হোক আর সাধারণ মানুষের অন্তর্ভুক্ত হোক।

রুকূতে যাওয়ার তাকবীর

আল্লাহু আকবার।

অর্থ: আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ।

রুকূর তাসবীহ্

সুব্হানা রাব্বিয়াল 'আযীম।

অর্থ: পবিত্র আমার রব্ব্ অতি মহান।

রুকু থেকে সোজা হওয়ার তাকবীর

সামি'আল্লাহু লিমান্ হামিদাহ্।

অর্থ: আল্লাহ্ তাঁর প্রশংসাকারীর কথা শুনেছেন।

ক্বাওমা

(রুকুর পর সোজা হয়ে দাঁড়ানো অবস্থা-এর দোয়া)

রাব্বানা ওয়া লাকাল্ হামদ্ হাম্‌দান্ কাসীরান তাইয়্যেবান মুবারাকান ফীহে।

অর্থ: হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক, সমস্ত প্রশংসা তোমারই। (ইহা সেই) প্রশংসা, যা অফুরন্ত ও পবিত্র, যার মধ্যে রয়েছে অশেষ কল্যাণ।

সিজদায় যাওয়া ও উঠার তাকবীর

আল্লাহু আকবার। অর্থ: আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ।

সিজদার তাসবীহ্

সুবহানা রাব্বিয়াল'আলা।

অর্থ: পবিত্র আমার প্রভু-প্রতিপালক, অতি উচ্চ।

জিলসা (দুই সিজদার মধ্যবর্তী)-এর দোয়া

আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়ারহাম্‌নী ওয়াহদিনী ওয়া'আফিনী ওয়াজবুরনী ওয়ার্‌যুক্‌নী ওয়ারফা'নী।

অর্থ: হে আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করো, এবং আমার প্রতি দয়া করো, আর আমাকে সু-পথে পরিচালিত করো, আর আমাকে সুস্থ রাখো আর আমার বিশৃঙ্খলা অবস্থা শুধরে দাও এবং আমাকে রিয্ক দাও ও আমাকে আধ্যাত্মিক ভাবে উন্নতি দান করো।

[প্রতি রাকাত নামায এই নিয়মে পড়তে হয়] নামাযের দ্বিতীয় রাকাতে সেজদা থেকে উঠে বসা অবস্থায় নিম্নের দোয়া পাঠ করতে হয়।

তাশাহ্হুদ

আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস্সালাওয়াতু ওয়াত্তাইয়্যেবাতু আস্সালামু আলায়কা আইয়্যুহান্নাবীয়্যু ওয়া রাহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহূ আস্সালামু আলায়না ওয়া'আলা 'ইবাদিল্লাহিস্সালিহীন। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান্ আব্দুহূ ওয়া রাসূলুহূ।

অর্থ: সমস্ত মৌখিক, দৈহিক ও আর্থিক ইবাদত

আল্লাহ্‌র জন্যে। হে নবী! আপনার ওপর শান্তি এবং আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকত (কল্যাণ) বর্ষিত হোক। শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের ওপর এবং আল্লাহ্‌র নেক বান্দাগণের ওপর। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রসূল।

দুরূদ শরীফ

আল্লাহুমা সাল্লি 'আলা মুহাম্মাদিঁওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদিন্ কামা সাল্লায়তা 'আলা ইব্‌রাহীমা ওয়া'আলা 'আলি ইব্‌রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

অর্থ: হে আল্লাহ! অনুগ্রহ (আশিস) বর্ষণ করো মুহাম্মদ (সা.) এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুগামীদের প্রতি যেরূপ তুমি অনুগ্রহ (আশিস) বর্ষণ করেছিলে ইব্‌রাহীম (আ.) এবং ইব্‌রাহীম (আ.)-এর অনুগামীদের প্রতি। নিশ্চয় তুমি মহা প্রশংসাময়, মহা মর্যাদাবান।

আল্লাহুম্মা বারিক 'আলা মুহাম্মাদিঁওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদিন্ কামা বারাকতা 'আলা ইবরাহীমা ওয়া 'আলা আলি ইব্‌রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

অর্থ: হে আল্লাহ্! বরকত (কল্যাণ) বর্ষণ করো মুহাম্মদ (সা.) এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুগামীদের প্রতি যেরূপ তুমি বরকত (কল্যাণ) বর্ষণ করেছিলে ইব্‌রাহীম (আ.) এবং ইব্‌রাহীম (আ.)-এর অনুগামীদের প্রতি। নিশ্চয়ই তুমি মহা প্রশংসাময়, মহামর্যাদাবান।

দোয়া মাসুরা

রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুন্‌য়া হাসানাতাঁ ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাঁওয়াকিনা 'আযাবান্নার [সূরা বাকারা : ২০২]।

অর্থ: হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদেরকে এ দুনিয়াতে এবং পরকালে যাবতীয় মঙ্গল দান করো এবং আগুনের আযাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা করো।

রাব্বিজ 'আলনী মুকীমাস্‌সালাতি ওয়া মিন যুররিয়াতী রাব্বানা ওয়া তাকাব্বাল দোয়া- রাব্বানাগফিরলী ওয়ালি ওয়ালিদাইয়্যা ওয়ালিল মু'মিনীনা ইয়াওমা ইয়াকূমুল হিসাব্ [সূরা ইব্রাহীম : ৪০ ও ৪১]।

অর্থ: হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমাকে এবং আমার সন্তানগণকে নামায কায়েমকারী করো। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! হিসাব কায়েম করার দিনে আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং সকল মু'মিনকে ক্ষমা করো।

সালাম

আস্‌সালামু'আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্।

অর্থ: আপনাদের ওপর আল্লাহ্‌র শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক।

[উভয় দিকে সালাম ফিরানোর মাধ্যমে নামায শেষ হয়]

দোয়া কুনুত

আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্তা'ঈনুকা ওয়া নাস্তাগ্‌ফিরুকা ওয়া নু'মিনুবিকা ওয়া নাতাওয়াক্কালু 'আলায়কা

ওয়ানুস্‌নী 'আলায়কাল খায়রা ওয়া নাশ্‌কুরুকা ওয়া লা নাক্‌ফুরুকা ওয়া নাখ্‌লা'উ ওয়া নাত্‌রুকু মাইয়্যাফ্‌জুরুক, আল্লাহুম্মা ইয়্যাকানা'বুদু ওয়ালাকা নুসাল্লী ওয়া নাস্‌জুদু ওয়া ইলায়্‌কা নাস্‌'আ, ওয়া নাহ্‌ফিদু ওয়া নার্‌জু রাহ্‌মাতাকা ওয়া নাখ্‌শা 'আযাবাকা ইন্না'আযাবাকা বিল্‌ কুফ্‌ফারি মুলহিক।

অর্থ : হে আল্লাহ্‌! নিশ্চয় আমরা তোমার সাহায্য প্রার্থনা করি আর আমরা তোমারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আমরা তোমার ওপরে ঈমান আনয়ন করি ও আমরা তোমার ওপরে ভরসা করি আর আমরা উত্তমভাবে তোমার গুণগান করি এবং আমরা তোমারই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি ও আমরা তোমার অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি না আর যে তোমার অবাধ্যতা করে আমরা তাকে দূরে সরিয়ে দিই ও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি, হে আল্লাহ! আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই উদ্দেশ্যে নামায পড়ি আর তোমারই উদ্দেশ্যে সেজদা করি ও তোমারই দিকে আমরা দৌড়াই এবং আমরা তোমার কাছে দাঁড়াই

আর তোমারই করুণার আকাঙ্ক্ষা করি ও তোমার শাস্তিকে ভয় করি। নিশ্চয় তোমার শাস্তি অস্বীকারকারীদের ওপরে আপতিত হয়।

[বেতের নামাযে ৩য় রাকাতে রুকু থেকে সোজা হয়ে এই দোয়া পড়তে হয়]

জুমু'আর খুতবা (বক্তৃতা)

আশ্‌হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহূ ওয়াহ্‌দাহূ লা শারীকালাহূ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আব্দুহূ ওয়া রাসূলুহূ। আম্মা বা'দু ফাআ'উযু বিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বানির রাজীম।

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ভিন্ন কোন উপাস্য নেই। তিনি এক-অদ্বিতীয়। তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর বান্দা এবং প্রেরিত-পুরুষ। এরপর আমি বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাচ্ছি।

জুমু'আর দ্বিতীয় খুতবা

আলহামদু লিল্লাহি নাহ্‌মাদুহু ওয়ানাস্তা'ঈনুহূ ওয়া

নাস্তাগফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু 'আলায়হি ওয়া না'উযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়ামিন্ সাইয়্যেআতি 'আমালিনা, মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহূ ওয়া মাইয়্যুযলিল্হূ ফালা হাদিয়া লাহূ। ওয়া নাশ্হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহূ ওয়ানাশ্হাদূ আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহূ ওয়া রাসূলুহূ-'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহ ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল্ 'আদ্লি ওয়াল ইহসানে ওয়া ঈতায়িযিল কুর্বা ওয়া ইয়ান্হা 'আনিল ফাহ্শায়ি ওয়াল মুন্কারি ওয়াল বাগয়ি ইয়া'য়িযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন-উয্কুরুল্লাহা ইয়ায্কুরুকুম ওয়াদ্'উহূ ইয়াস্তাজিব্ লাকুম ওয়ালাযিকরুল্লাহি আকবার।

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, আমরা তাঁরই প্রশংসা কীর্তন করি এবং আমরা তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা করি এবং আমরা তাঁরই কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করি এবং আমরা তাঁরই প্রতি ঈমান আনি এবং তাঁর ওপরেই ভরসা রাখি, আমরা আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি

আমাদের নফ্‌স বা প্রবৃত্তির প্ররোচনা হতে এবং আমাদের নিজেদের কাজের কুফল হতে, আল্লাহ্ যাকে সৎপথ প্রদর্শন করেন, অতঃপর তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না এবং আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেন, অতঃপর তাকে কেউ পথ প্রদর্শন করতে পারে না।

এবং আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং আমরা আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা.) তার বান্দা ও রসূল, আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! আপনাদের ওপর আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক, নিশ্চয় আল্লাহ্ আদেশ দেন ন্যায়বিচার এবং অনুগ্রহ করার জন্যে, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্যে এবং আল্লাহ্ নিষেধ করেন অশ্লীল কথা বলতে অসঙ্গত কাজ ও বিদ্রোহ করতে, এ সমস্ত তোমাদেরকে এজন্যে বলা হচ্ছে, যেন তোমরা উপদেশ প্রাপ্ত হও, আল্লাহ্‌কে স্মরণ করো, আল্লাহ্ তোমাদেরকে স্মরণ করবেন, তার কাছে প্রার্থনা করো, তিনি তোমাদের প্রার্থনা কবুল করবেন,

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর যিক্‌রই (স্মরণই) সর্বাপেক্ষা উত্তম।

জানাযার নামাযের দোয়া

আল্লাহুম্‌মাগফিরলি হায়্যেনা ওয়া মাইয়্যেতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়িবিনা ওয়া সাগীরিনা ওয়া কাবীরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উন্‌সানা। আল্লাহুম্মা মান আহইয়ায়তাহু মিন্না ফাআহ্‌য়িহী 'আলাল ইসলামি ওয়া মান তাওয়াফ্‌ফায়তাহূ মিন্না ফাতাওয়াফ্‌ফাহু 'আলাল ঈমানি আল্লাহুম্মা লা তাহ্‌রিমনা আজরাহূ ওয়ালা তাফ্‌তিন্না বা'দাহু।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যকার জীবিত, মৃত, উপস্থিত, অনুপস্থিত ছোট, বড়, পুরুষ, মহিলা সকলকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের মাঝে যাকে জীবিত রেখেছো, তাকে তুমি ইসলামের ওপরেই জীবিত রাখো এবং আমাদের মাঝে তুমি যাকে মৃত্যু দান করো তুমি তাকে ঈমানের সাথেই মৃত্যু দান করো। হে আল্লাহ! তার (মৃত ব্যক্তির) ভাল

কাজ হতে আমাদেরকে বঞ্চিত রেখো না এবং তার পরে আমাদেরকে কলহ-ফাসাদের মাঝে নিক্ষেপ করো না। [মহিলা হলে (আজরাহু) এবং (বা'দাহূ)-এর স্থলে যথাক্রমে (আজরাহা) এবং (বা'দাহা) পড়তে হবে]

বি.দ্র. বিস্তারিত জানার জন্য ইসলামী ইবাদত বা সালাত বই দেখুন।

নিয়মিত
MTA International
দেখুন

ইন্টারনেটে দেখুন
www.mta.tv এই ঠিকানায়

আরো জানতে হলে বিচরণ করুন–
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org